দু 'আর মাধ্যমে জিহাদ

দু 'আ এক শক্তিশালী , দীর্ঘস্থায়ী , আর ধ্বংসাত্মক অস্ত্র। এর মাধ্যমে দুঃখ - কষ্টের উপশম হয় এবং ক্ষয়ক্ষতির প্রতিরোধ করা যায়। এর দ্বারা একজন মুমিন নিজেকে ফিতনা ও শত্রুর চক্রান্ত থেকে রক্ষা করে। এর মাধ্যমে বারাকাহ অর্জন করা যায় , আল্লহর গজব এড়ানো যায়। এর মাধ্যমে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি মিলে এবং দুঃখ বিদূরিত হয়। দু 'আ হচ্ছে ইবাদাতের এক মৌলিক দিক। বরং বলা যায় দু 'আ হলো ইবাদাতেরই মূল। কারণ দু 'আর মধ্যেই লুকায়িত রয়েছে এক আল্লহর প্রতি পূর্ণ ভালোবাসা ও সম্পূর্ণ বিনয় ; যিনি আল হাকাম (বিচারক) এবং আল আদল (ন্যায়পরায়ণ)। এর মাধ্যমে বান্দা স্বীয় অক্ষমতা ও দুর্বলতা উপলব্ধি করতে শেখে , শেখে তার রবের প্রতি পূর্ণ তাওয়াক্কুল করতে। এটা হৃদয়ের জন্যে প্রশান্তি আর অন্তরের জন্যে নিরাময়। এটি যেন ক্ষতের ওপরে মলমের ন্যায়। এবং দু 'আ হচ্ছে কঠিনতম বিষয়সমূহকে সহজ করার এক অন্যতম মাধ্যম। দু 'আ হচ্ছে এক শক্তিশালী আশ্রয়স্থল এবং এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। আল্লহর নিকট দু 'আ অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন আর কিছুই নেই। আর সবচেয়ে অযোগ্য মানুষ তো সেই , যে দু 'আ করতে অক্ষম, কেননা দু 'আ অনেক সহজ এক ইবাদাত যা দিবারাত্রের যেকোন সময়ে করা যায় , জলে ও স্থলে যে কোন জায়গায় করা যায় , এবং এটা স্থির অবস্থায় ও ভ্রমণাবস্থায় উভয় ক্ষেত্রেই করা জায়িয। যারা দু 'আ করে তারা আর রহমানুর রহিমের দিকে ছুটে যায় , যিনি আল আলিম (সর্বজ্ঞানী)। আর তারা তাদের রব , আল মালিক (অধিপতি), আত তায়্যিব (পবিত্র), আস সালামকে আঁকড়ে ধরে থাকে। আমরা যখন কাউকে দু 'আ করতে দেখি, আমরা দেখি যে , তারা কীভাবে নিজেদেরকে আর রহমানের সামনে উজাড় করে দিচ্ছে , তাদের দু 'আ তাদের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। আর এ তখনই সম্ভব হয় যখন তারা একমাত্র রব্বুল আলামীনের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং সকল সৃষ্টি ও তাদের কাছে থেকে চাওয়ার বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করে , তাদের রবের কাছে ইখলাসের সাথে চায় , আর অধীরভাবে চাইতে থাকে যেন রব্বুল আলামীন তাদের প্রতি তার রহমত বর্ষণ করেন।

এই হচ্ছে দু 'আ। এই সময়গুলোতে মুসলিমদের এর চেয়ে আর বেশি কী জরুরি প্রয়োজন যখন কুফফার গোষ্ঠী ও তার দলগুলো এবং তাদের ধর্মগুলো একে অপরকে ডাকা শুরু করেছে মুসলিমদের জামাআহর বিরুদ্ধে ? সুতরাং একজন মুজাহিদের উচিত এই অস্ত্রের গুরুত্ব ও তা চালনায় দক্ষতা অর্জনের উপরে গভীরভাবে মনোযোগ দেয়া। সেই সাথে আস সামি ', আল মুজিব ব্যতীত অপর কারও প্রতি ভরসা করাও পরিত্যাগ করা। একইসাথে , প্রতিটি মুসলিম নারী ও পুরুষের উচিত আল্লহর শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রদত্ত এই কার্যকরী ঐশী অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। আল্লহর রসূল صلى الله عليه وسلم বলেন,

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ

মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো তোমাদের সম্পদ , জীবন ও যবানের মাধ্যমে। [১]

যবানের মাধ্যমে জিহাদ কেবল জিহাদের প্রতি আহ্বানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কেবল মুজাহিদীনগণের প্রশংসা , জিহাদ পরিত্যাগের কুফল নিয়ে আলোচনা করার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং যবানের দ্বারা জিহাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকই হলো দু 'আ; আর এ দু'আর মাধ্যমে আল্লহর নিকট মুশরিকদের পরাজয় এবং মুমিনদের বিজয় কামনা করা।

জিহাদের এ রূপটি (দু 'আর মাধ্যমে জিহাদ) তাদের ক্ষেত্রে আরও বেশি প্রযোজ্য যাদেরকে আল্লহ তাঁর পথে লড়াই থেকে অব্যহতি দান করেছেন , যেমন — নারী , শিশু , বৃদ্ধ , শারীরিকভাবে অক্ষম এবং কারাবন্দিগণ। তাদের প্রত্যেকের উচিত মুজাহিদীনদের জন্য দু 'আ করা। কেননা আল্লহ তাদের এ শর্তে ক্ষমা করেছিলেন যে তারা আল্লহ ও তাঁর রসূলের প্রতি আন্তরিক হবে। আর আল্লহর আউলিয়া ও তাঁর

[illegible]'[illegible],

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

[illegible], [illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible], [illegible] [illegible]

[illegible]'[illegible]'

[illegible] صلى الله عليه وسلم [illegible]'[illegible]

رضى الله عنه -[illegible],

[illegible]! [illegible]

[illegible], [illegible]'[illegible]

[illegible], [illegible]-[illegible], '[illegible], [illegible]'[illegible]' [illegible] [illegible]'[illegible], [illegible] ([illegible]) [illegible]! [illegible] ([illegible]'[illegible]) [illegible], [illegible]'[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]'[illegible], [illegible]

[illegible], [illegible]'[illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible],

وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

[illegible] [illegible]

وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا

[illegible] ([illegible]'[illegible]) [illegible] [illegible]

[illegible],

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً

[illegible] ([illegible])[illegible] [illegible]

[illegible]'[illegible], [illegible], [illegible],

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْۤ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ

[illegible], [illegible], [illegible], [illegible] [illegible]

[illegible], [illegible] صلى الله عليه وسلم [illegible], [illegible]'[illegible] [illegible] [[illegible]]

[illegible], [illegible], [illegible] (صلى الله عليه وسلم) [illegible], [illegible] [illegible]'[illegible] [illegible], [illegible] [illegible]'[illegible] [illegible] [[illegible]]

[illegible]'[illegible] [illegible] صلى الله عليه وسلم [illegible], '[illegible]'[illegible] [illegible], [illegible] [illegible]'[illegible] [illegible], [illegible]'[illegible] [illegible], [illegible]'[illegible] [illegible]' [[illegible]] [illegible], [illegible]'[illegible] [illegible]!

[illegible]'[illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible]? [illegible]? [illegible],

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

[illegible], [illegible], '[illegible], [illegible], [illegible]' [[illegible]]

[illegible] [illegible]'[illegible], [illegible]'[illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible],

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ

[illegible]:[illegible] ([illegible]) [illegible] ([illegible]) [illegible] [[illegible]]

[illegible]? [illegible] صلى الله عليه وسلم [illegible]'[illegible] [[illegible]] [illegible] صلى الله عليه وسلم [illegible], [illegible]; [illegible], [illegible] [illegible]:[illegible], '[illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], [illegible]' [illegible]:[illegible]

সাহায্যের আবেদন করে দু 'আ করা বন্ধ করেননি , যতক্ষণ না তাঁর চাদর তাঁর কাঁধ বেয়ে পড়ে যায়। [১৫]

বদরের ময়দানে সাহাবিদের অবস্থার কথা আল্লহ চিত্রিত করেছেন এভাবে যে , তারা তাঁর নিকট সাহায্য কামনা করে দু 'আ করে চলেছিল। তিনি বলেন ,

إِ سْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَا سْتَجَابَ لَكُمْ

আর স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট ফরিয়াদ করছিলে , তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। [১৬]

রসূল صلى الله عليه وسلم ও সাহাবায়ে কেরামের এ সম্মিলিত দু 'আর ফল কী হয়েছিল? আল্লহ তাদের সারিবদ্ধ একহাজার মালাইকা প্রেরণের মাধ্যমে মজবুতি দান করেন , তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করেন , ময়দানে তাদের কদমকে সুদৃঢ় করেন , তাদের নিদ্রাচ্ছন্নতার নিয়ামতে আচ্ছন্ন করেন , তাদের ওপর বৃষ্টিবর্ষণের মাধ্যমে তাদের পবিত্র করেন এবং শাইত্বানের কুমন্ত্রণা থেকে তাদের রক্ষা করেন ; আর এর মাধ্যমে তিনি তাদের শক্তিশালী করেন । মুশরিকদের অন্তরে তাদের (মুসলিমদের) ভীতি ঢেলে দেন এবং অত :পর তারা আল্লহর হুকুমে মুশরিকদেরকে পরাজিত করেন ।

আহযাবের যুদ্ধে যখন মুশরিকরা মদীনাহকে চারদিক থেকে কঠোর অবরোধে ঘিরে ফেলেছিল, মুসলিমদের ক্ষুধা , তৃষ্ণা ও ভয় তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল , তাদের উপর সমানে চতুর্মুখী আক্রমণ চলছিল এবং মানুষের প্রাণ উষ্ঠাগত হয়েছিল ; নাবি করীম صلى الله عليه وسلم তখনও বিনীতভাবে তাঁর রবের নিকট দু 'আ করে যাচ্ছিলেন এবং আপন দু'আর ব্যাপারে অবিচল ছিলেন ।

খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের সময় তিনি صلى الله عليه وسلم যে দু 'আ করেছিলেন, তা হলো,

...لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَــا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا، سَكِيْنَةً عَلَـيْـنَـا وَثَبِّتْ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَـا

إِنَّ الْأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَـا إِذَا أَرَادُوْا فِتْنَـةً أَبَيْنَـا

আপনি না হলে আমরা হিদায়াত পেতাম না। আমরা সাদাকা দিতাম না এবং সলাতও আদায় করতাম না। তাই আমাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করুন এবং যখন আমরা শত্রুর মুখোমুখি হই তখন আমাদের পা সুদৃঢ় করুন।

ওরা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে।

তারা যখনই কোন ফিতনা সৃষ্টি করতে চায় তখনই আমরা তা থেকে বিরত থাকি। [১৭]

অবরোধ চলাকালীন কঠিন সময়ে তিনি দু 'আ করেছিলেন,

اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ

হে আল্লহ , যিনি কিতাব নাযিল করেছেন , যিনি মেঘমালাকে সঞ্চালন করেন এবং সৈন্যদলগুলোকে বিক্ষিপ্ত করেন , আপনি কাফিরদেরকে পরাস্ত করুন এবং আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করুন। [১৮]

মুসলিমগণ নাবি صلى الله عليه وسلم এর নিকট জিজ্ঞাসা করছিলেন , আল্লাহর নিকট তাদের কী দু 'আ করা উচিত। আবু সাঈদ খুদরী (رضى الله عنه) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আমরা রসুলুল্লহ صلى الله عليه وسلم এর কাছে আরজ করলাম, 'হে আল্লহর রসূল , এ নাজুক মুহূর্তের জন্য কোন দু 'আ আছে কী? কেননা আতঙ্কে আমাদের হৃদপিণ্ড কণ্ঠনালিতে এসে ঠেকছে '। তিনি বললেন , হ্যা , আছে, তা হলো –

اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا، وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا

[illegible], [illegible] [[illegible]]

[illegible]? [illegible], [illegible], [illegible], [illegible],

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

[illegible], [illegible], [illegible] [[illegible]]

[illegible] – [illegible], [illegible], [illegible] – [illegible]

[[illegible]][illegible]:[illegible], [illegible]

[[illegible]][illegible], [illegible]:[illegible]

[[illegible]][illegible]

[[illegible]][illegible]

[[illegible]][illegible], [illegible]:[illegible]

[[illegible]][illegible], [illegible]:[illegible]

[[illegible]][illegible], [illegible]:[illegible]

[[illegible]][illegible], [illegible]:[illegible]

[[illegible]][illegible], [illegible]-[illegible]

[[illegible]][illegible]-[illegible]

[[illegible]][illegible], [illegible]

[[illegible]][illegible], [illegible]:[illegible]

[[illegible]][illegible], [illegible]:[illegible]

[[illegible]][illegible]-[illegible]-[illegible]

[[illegible]] [illegible]

[[illegible]][illegible], [illegible]:[illegible]

[[illegible]][illegible]:[illegible]

[[illegible]][illegible]

[১৯]মুসনাদু আহমাদ , সিলসিলা ছহীহাহ হা /২০১৮

[২০]সূরা আহযাব , আয়াত:৯

দু 'আ হলো মুমিনের হাতিয়ার । বন্দী মুসলিম এবং যাদেরকে আল্লহ আপন জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করার সুযোগ করে দেননি , তাদের উচিত এ বিষয়টির প্রতি জোর দেওয়া। জালুত এবং তার মুশরিক সৈন্যদের উপর তালুত ও তার মুওয়াহহিদ সৈন্যদের বিজয়ের কারণ ছিল এই দু 'আ, যেমনটি সূরা বাক্বারহতে উল্লেখ করা হয়েছে। আর যখন শত্রুরা মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করতো অথবা মুসলিমদের কাফেলা মুশরিকদের সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতো , তখন রসূল صلى الله عليه وسلم সর্বপ্রথম যা অবলম্বন করতেন , তা হলো এই দু 'আ।

একইভাবে সাহাবা এবং তাদের উত্তরসূরিরা লড়াইয়ের ময়দানে তাদের রব আল্লহ ব্যতীত আর কারও অবলম্বন করতেন না , কেবল তাঁর ওপর ভরসা করতেন, ভগ্ন হৃদয়ে তাঁর সামনে নিজেদের সমর্পিত করতেন , তাঁর কাছেই দু 'আ করতেন এবং নিজেদের সামর্থ্য ও শক্তিকে অস্বীকারপূর্বক তাঁর শক্তি ও ক্ষমতার ওপরেই নির্ভর করতেন। অত :পর আল্লহ তাদের দৃঢ়পদ করেন , তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করেন এবং তাদের শত্রুদের নিরাশ করেন , শত্রুর অন্তরে ভীতি ঢেলে দেন ও তাদেরকে পরাজিত করে দূরে সরিয়ে দেন।

উমার ইবনুল খাত্তাব رضى الله عنه প্রখ্যাত সাহাবী নু 'মান ইবনু মুক্বরিনকে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে পার্সিয়ানদের মোকাবেলা করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন, যারা ২১ হিজরীতে মুসলিম ভূমি আক্রমণ করতে ১ ,৫০০০০ বাহিনীর এক বিশাল বহর নিয়ে রওনা হয়েছিল । পারস্যের নাহাওয়ান্দ অঞ্চলে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয় । নু 'মান দুপুরের পর যুদ্ধ শুরু করার অপেক্ষা করছিলেন যা শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার জন্য আল্লহর রসূলের صلى الله عليه وسلم নিকট অধিক পছন্দনীয় সময় ছিল। সময় ঘনিয়ে এলে তিনি তার ঘোড়ায় চড়ে জনতার সামনে এলেন এবং প্রতিটি সেনাছাউনিতে গিয়ে সৈন্যদেরকে লড়াই ও বিজয়ের প্রতিশ্রুতির স্মরণ করিয়ে দিয়ে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন । তিনি তাদের বললেন , আমি তিনবার তাকবীর দিবো। তৃতীয় তাকবীরের সাথে সাথে আমি যুদ্ধ শুরু করবো। তখন তোমরাও ঝাঁপিয়ে পড়বে।

তারপর তিনি এ বলে দু 'আ করলেন, হে আল্লহ , আপনার দ্বীনকে শক্তিশালী করুন , আপনার বান্দাদের বিজয় এনে দিন এবং নু 'মানকে আজকের প্রথম শাহীদ হিসেবে কবুল করুন। হে আল্লহ , আমি আপনার কাছে দু'আ করছি আপনি আমাকে এমন এক বিজয়ের স্বাদ আস্বাদন করান যাতে ইসলামের সম্মান থাকবে এবং আমাকে শাহীদ হিসেবে কবুল করুন। ' লোকজন তখন কান্না করতে করতে 'আমীন' বললো।

ফলাফল কী হলো? প্রচণ্ড যুদ্ধ শেষে পারসিকরা পরাজিত হলো এবং দুপুর থেকে রাত অবধি এত বেশি পরিমাণ পারসিয়ান নিহত হলো যে ময়দান রক্তে ভিজে যায় এবং সৈন্য ও তাদের সওয়ারি রক্তে পিছলে যেতে শুরু করে। অত :পর এক সময় আল্লহ নু 'মানকে বিজয়ের তীব্র স্বাদ আস্বাদন করান এবং তিনি মুশরিকদের পরাজয় লক্ষ্য করেন। আল্লহ তাকে তার দু 'আর প্রতিদানে যুদ্ধের শেষদিকে শাহীদ হিসেবে গ্রহণ করেন। [২১]

আমরা যদি কেবল সালাফদের লড়াইগুলোতে তাদের দু 'আ নামক অস্ত্রের ব্যবহার ও তাদের বিজয়ে দু 'আর প্রভাব সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো লক্ষ্য করি, তবুও আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। এর একটি উদাহরণ এই যে, বিখ্যাত সমরনায়ক কুতায়বা বিন মুসলিম আল-বাহিলি رحمه الله যুদ্ধের সময়ে আলিম, ফুকাহা এবং ধর্মপ্রাণ আবেদ বান্দাদেরকে তার সাথে রাখতেন এবং তারা দু 'আর মাধ্যমে বিজয় কামনা করতো। প্রথম হিজরি শতাব্দীর শেষদিকে এক লড়াইয়ে, তুর্কিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কুতায়বা কাফেলা প্রস্তুত করেন। কিন্তু তিনি তাদের হালত, সৈন্যসংখ্যা ও সরঞ্জামাদি দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তিনি একজনকে পাঠালেন তাবি 'য়ি মুহাম্মাদ ইবন্যু ওয়াসি ' رحمه الله -কে খুঁজতে। ফিরে এসে সে জানালো, 'তিনি সেনাদলের ডান দিকের অংশে নিজের ধনুকের উপর ভর দিয়ে শাহাদাত আঙুল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আর আল্লহর কাছে শত্রুদের বিপরীতে (মুসলিম উম্মাহর) বিজয়ের জন্য দু 'আ করছেন।' অত:পর কুতাইবাহ তার সেই বিখ্যাত উক্তিটি করলেন, 'এই একটি আঙুল আমার কাছে এক লক্ষ কোষমুক্ত তরবারি আর শক্তিশালী যুবক অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়'। হাতিয়ার হিসেবে দু 'আর গুরুত্বপূর্ণ ফযিলত সম্পর্কে জ্ঞান থাকা ব্যতীত তিনি এমনটি বলেননি অথবা বিজয়ের প্রত্যাশায় আনন্দিত হননি! অত:পর যখন তিনি পৌত্তলিক তুর্কি বাহিনীর মুখোমুখি হন এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন, তখন আল্লহ তাকে বিজয় দান করেন এবং তিনি তাদের বাহিনীকে বিক্ষিপ্ত করে দেন, তাদের ভূমি দখল করেন, তাদের কতককে হত্যা করেন এবং কতককে বন্দী করেন ও বিপুল সম্পদ গনিমাহ লাভ করেন। [২২]

অপর আরেক বিজয়ী বীর সেনাপতি আসাদ ইবন্যু আবদিল্লাহ আল কাসরী رحمه الله এর দিকে লক্ষ্য করি, যিনি খোরাসানের গভর্নর ছিলেন। তুর্কিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধে তিনি মুসলিম বাহিনীর ছাউনীতে ফযরের সলাতের ইমামতি করলেন, অত:পর মুসলিম বাহিনীকে সম্বোধন করে বললেন, নিশ্চয় আল্লহর শত্রু হারিস ইবনু সুরাইজ (উমাইয়া খলীফাহ হিশাম ইবন্যু আবদুল মালিকের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের একজন) ত্বগূত শাসক খাকান আত-তুর্ককে আল্লহর নূর নিভিয়ে দেওয়ার জন্য ও তাঁর দ্বীনের পরিবর্তন ঘটানোর জন্য আহ্বান করেছে; কিন্তু আল্লহ তাকে অপমানিত করবেন ইন শা আল্লহ। বস্তুত আপনাদের শত্রু এই কিলাব আপনাদের কিছু ভাইকে (হত্যা, নির্যাতন ও বন্দী বানানোর মাধ্যমে) পীড়িত করেছে, কিন্তু আল্লহ যদি আপনাকে সাহায্য করতে চান, তবে আপনাদের সংখ্যাস্বল্পতা অথবা তাদের সংখ্যাধিক্য আপনাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না; অতএব, আল্লহর নিকট সাহায্য কামনা করুন।' অত:পর তিনি বললেন, আমার নিকট এ সংবাদ এসে পৌঁছেছে যে, বান্দা আল্লহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় যখন সে আল্লহর জন্য তার কপাল (যমিনে) ছোঁয়ায়। তাই আমি এখন (মিম্বার থেকে) নেমে যমিনে কপাল রাখবো এবং আপনারাও আল্লহর নিকট দু 'আ করুন, আপনাদের রবের জন্য সিজদা করুন ও কেবল তাঁর কাছেই দু 'আ করুন।

তারা তাই করলো এবং যখন তারা সিজদা থেকে উঠলো, তখন তাদের আর কোন সন্দেহ রইলো না যে তারা বিজয়ী হবে। অত:পর তারা মুশরিক তুর্কিদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য অগ্রসর হলো। যখন তারা খোরাসানের শহর বালখে উপস্থিত হলো, তখন তিনি দীর্ঘ দু 'রাকাআত সলাতের ইমামতি করেন এবং লোকদেরকে আল্লাহর কাছে দু 'আ করতে বলেন। তিনি বিজয়ের কামনা করে এক দীর্ঘ দু 'আ করেন এবং উপস্থিত লোকজন তার দু 'আতে আমীন বলছিল। অত:পর তিনি তিনবার বললেন, "কাবার রবের শপথ, তোমরা বিজয়ী হবে ইন শা আল্লাহ।"

মুর্তাদ ও মুশরিকদের সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলে হারিস পরাজিত হয় ও খাকান পশ্চাদপসরণ করে এবং তুর্কি বাহিনীর সৈন্যরা একে অপরের প্রতি কোনরূপ উদ্বেগ প্রদর্শন না করেই আপন প্রাণ হাতে পালাতে শুরু করে। মুসলিমরা তাদের ধাওয়া করে হত্যা করতে শুরু করে এবং শেষাবধি তাদের ১ ,৫৫০০০ এর অধিক ভেড়া গনীমাহ লাভ করে। [২৩]

এটি ছিল আমাদের পূর্বসূরিদের কৃতিত্বের একটি ঝলক , যা থেকে আমরা বুঝতে পারি , দু 'আ হলো শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম , যতক্ষণ তা (দু 'আর প্রত্যুত্তরে) সাড়া দেওয়ার সকল শর্ত পূরণ করে ও দু 'আর প্রত্যুত্তর না করার যাবতীয় কারণ থেকে মুক্ত থাকে।

দু 'আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলোর মাঝে একটি হচ্ছে দু 'আ কেবলই এক আল্লহর কাছে করতে হবে। আরেকটি শর্ত আল্লহর রসূল صلى الله عليه وسلم এর শেখানো পদ্ধতিতে দু 'আ করা এবং দু'আর ব্যাপারে যাবতীয় বিদ 'আত বর্জন করা। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে দু 'আ করার সময় দৃঢ়তা ও নিশ্চিত বিশ্বাসের সাথে দু 'আ করা। রসূলুল্লহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ দু 'আ করে, সে যেন এমন না বলে, 'হে আল্লহ আপনি যদি চান তবে আমাকে দান করুন ।'

[২৪]

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে দু 'আ করার সময় এই আত্মবিশ্বাস রাখা যে , আল্লহ দু 'আ কবুল করবেনই। রসূলুল্লহ صلى الله عليه وسلم বলেন, তোমরা আল্লহর কাছে চাইলে এই দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে চাও যে তিনি দু 'আর জবাব দিবেনই, কারণ আল্লহ এমন দু 'আ কবুল করেন না যা অমনোযোগী অন্তর থেকে আসে। [২৫]

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে , আল্লহর পুরস্কারের প্রত্যাশা রাখা , এবং আল্লহর শাস্তির ভয় করা , স্বীয় অন্তরকে মনযোগী করা এবং খুশু অবস্থায় থাকা। আল্লহ আযযা ওয়া যাল বলেন ,

اِنَّهُمۡ كَانُوۡا يُسٰرِعُوۡنَ فِى الۡخَيۡرٰتِ وَيَدۡعُوۡنَنَا رَغَبًا وَّ رَهَبًا‌ ؕ وَكَانُوۡا لَنَا خٰشِعِيۡنَ

তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত। আর আমাকে আশা ও ভীতি সহকারে ডাকত। আর তারা ছিল আমার নিকট বিনয়ী। [২৬]

তেমনিভাবে দু 'আর কিছু আদব কায়দা আছে। সেই সাথে আছে কিছু উপদেশমূলক বিষয়ও । এই দুটো পালন করা হলে দু 'আ কবুলের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায় । এর মাঝে আছে, যে ব্যাক্তি দু 'আ করবে সে যেন উদু অবস্থায় থাকে , কিবলাহমুখী হয়ে দু 'আ করে, হাত তুলে দু 'আ করবে, আল্লহকে তাঁর স্বীয় মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপায়ে প্রশংসা করবে এবং দু 'আর শুরুতে ও শেষে আল্লহর কাছে রসূলুল্লহ صلى الله عليه وسلم এর প্রতি সলাত ও সালাম প্রেরণ করবে। আর দু 'আ করার আগে কোন নেক আমাল করে নিবে , তার দু 'আ মঞ্জুরের জন্য আল্লহর কাছে কাকুতিমিনতি করবে , তিনবার বা তারও অধিক সময় দু'আর পুনরাবৃত্তি করবে এবং দু 'আ করার সময় কান্না করবে। তার উচিত দু 'আ কবুলের উত্তম সময়গুলো বাছাই করা। যেমন – রাতের শেষ তৃতীয়াংশে , ফরয সলাত শেষ করার ঠিক আগ মুহূর্তে , আযান ও ইক্বামাহর মধ্যবর্তী সময়ে , বৃষ্টির সময়ে , যখন আল্লহর রাহে কাফেলা যুদ্ধযাত্রা করে , লড়াইয়ের ময়দানে যখন উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয় , শুক্রবারের শেষ প্রহরে , সুজুদের সময় , যখন মোরগ ডাকে, যখন কেউ তার সওম (ইফতারের মাধ্যমে) ভঙ্গ করে এবং সফরের সময়ে।

অধিকন্তু দু 'আকারীর উচিত সে বিষয়গুলোর ব্যাপারে সতর্ক থাকা যা দু 'আ কবুলের পথে বাধা দেয় । এর মধ্যে রয়েছে – আল্লহ ব্যতীত অপর কারও কাছে দু 'আ করা এবং মৃত

[illegible], [illegible] صلى الله عليه وسلم [illegible] — [illegible], [illegible]

[illegible], [illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] صلى الله عليه وسلم [illegible],

[illegible], [illegible], [illegible], [illegible]- [illegible]! [illegible]! [illegible], [illegible], [illegible]? [illegible]

[illegible] ([illegible]) [illegible] صلى الله عليه وسلم [illegible],

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ ! لَتَأْمُرُنَّ بِالْـمَعْرُوْفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْـمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ، فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ

[illegible]! [illegible], [illegible] ([illegible], [illegible]) [illegible]

[illegible], [illegible] رضى الله عنها [illegible],

وَ لَا تَجهَر بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِت بِهَا

[illegible]

[illegible]' [illegible]

[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]

[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]; [illegible], [illegible]

[illegible], [illegible]

[২২]আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া
[২৩]আত তারিখ, তাবারি
[২৪]বুখারি ও মুসলিম
[২৫]মুসনাদু আহমাদ
[২৬]সূরা আম্বিয়া, আয়াত:৯০
[২৭]মুসলিম
[২৮]সুনানুত তিরমিযী ২১৬৯, ইমাম তিরমিযি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন [২৯]বুখারি ও মুসলিম